http://www.elearninginfo.in সংরক্ষণ

এক

বোমাইকোচা জঙ্গলে পৌঁছতে যূথপতির বড়ো পরিশ্রম হয়েছিল। বড়ো বিভ্রান্তি। যুগ যুগ ধরে তারা বর্ষা অবধি মারকান্দা ফরেসে বিহার করে। সিংভূমের এই আদি অরণ্য এলাকা একদা শাল, বাঁশ, অর্জুন, ধ, সিধা, সিশম ও নানাবিধ গাছে বড়ো সুশোভিতা ছিল। আদি অরণ্যদেবী এ বনে এক অতি প্রাচীন ঐরাবতসদৃশ গজপৃষ্ঠে বিহার করতেন। তিনি অরণ্যের অন্ধকারের মতো শ্যামল কালো, তাঁর মেঘের মতো চুল তাঁর লজ্জানিবারণ। তিনি অনার্য সভ্যতার মতো প্রাচীন। তাঁর গজরাজও তাই। কোনো মানুষ তাঁকে চোখে দেখেনি। দেখার কথা নয়। হস্তিযূথও তাঁকে চোখে দেখেনি। কিন্তু হাতির মৃত্যুকালে মরণোন্মুখ হাতিটি তাঁকে দেখতে পেত। এ সবই অরণ্যবাসী হো জাতির বৃদ্ধবৃদ্ধারা জানত।

মারকান্দা থেকে তোরোসো, তোরোসো থেকে ভীমাবুরু, ভীমাবুরু থেকে মেঘাবলহাতো, মেঘাবলহাতো থেকে বোমাইকোচা, বোমাইকোচা থেকে মেদিনীপুর পানে হেঁটে তারা নেমে আসত কয়েকবছর বাদে বাদে আষাঢ়ার নিবিড় জঙ্গলে। সেখানে আষাঢ়া ঝোরা হাজার হাজার বছর ধরে ঝরে পড়ছে আষাঢ়া দহে। বর্ষায় সে জল ঝাঁপিয়ে পড়ে, সংবৎসর ঝরে শীর্ণ ধারায়। সে দহ যে কত গভীর, কোন যুগে তার সৃষ্টি তা ভূতাত্ত্বিকরাও জানে না। সে এক বিশাল জলাশয়। যার রক্ষী প্রাচীন এক বন। যে বনে শীতে নোপা, কুল, আমলকী, মাতুলা ফল পেকে থাকে, থাকে বটগাছের সারি। আষাঢ়াতে হস্তিযূথের যাত্রা শেষ হয়। মেঘের ও আকাশের ছায়াদর্পণ সে জলে হস্তিযূথ বিহার করে, শিশু জন্ম দেয়, পালন করে, আদি অরণ্যকার মায়া তাদের ঘিরে থাকে। তারপর মাঘের শেষে আবার দেখা যায় একদিন তারা বোমাইকোচার পথে ফিরছে। বোমাইকোচা, মেঘাবলহাতো, ভীমাবুরু, তোরোসা ঘুরে মারকান্দায় ঘরে ফেরা। ঠিক এক পথে আসে, এক পথে যায়। ওদের চলার পথে পথে জঙ্গল কেটে যেখানে শস্যক্ষেত্র করেছে হো আদিবাসীরা সেখানে ওরা ধান খেয়ে চলে যায়। আর মেদিনীপুরে জামবনি-বাঁশপাহাড়ি দিয়ে চলার সময় লোধা ও খেড়িয়া শবর মানুষরা গাছের মতো নিশ্চল থেকে ওদের পথ ছেড়ে দেয়। আমরা যত দিনের, ওরা তার আগে থেকে আসছে। ওরা দেখেছে বাঘুত দেবতা রৌদ্র তেজে বাঘের হাত থেকে পশুপাল রক্ষা করত একদিন। হাতিরা দেখেছে, মানুষ দেখেনি। হস্তিযূথের নিঃশব্দ সুশৃঙ্খল এগিয়ে চলা বড়ো মহিমময় দৃশ্য। মাঝে মাঝে ওরা শস্যক্ষেত্রে নেমে পড়ে, ধান খায়। বনবাসী এই অরণ্যসন্তানরা বাধা দেয় না। বাঁশ, বট কেটে দিলে, ইউক্যালিপটাস বা পটাশ গাছ লাগাচ্ছ তা অত বড়ো প্রাণী খাবার পায় কোথায়? হাতিরা চলে গেলে শবররা মনটি নির্মল রেখে গ্রামে ফিরে আসে। হাতির বিষয়ে মনে বিদ্বেষ রেখেছ, ভেবেছ আমার ধান খেইন্ দিল, মরাইটো ভাঙিন্ দিল, উ শালোরে আমি মরাইন্ দিব। ফরেসে নন্দীবাবুরে বলি দিব বন্দুক ফুটানইতে।—এমন যদি ভেবেছ তবে তোমার দেহ হতে

হিংসার গন্ধ ছড়াবে, বাতাসে চলে যাবে। ওরা বনবাসী মানুষদের গন্ধ চিনে। আমাদের আদি হতে দেখছে। ওদের পথে যাই তো বনে ছায়ার মতো চলে যাই। ওরা তোমাকে ঠিক চিনে নিবে। রাতটা আমরা কাটাই 'ছো' নেচে, গান গেয়ে, গণপতিকে পূজা করি, সে তো ওদের পুজো। তা এমন ঘটেছে, যে-মানুষের মনে হিংসা ছিল হাতি এসে তাকেই তুলে নিয়ে গেছে। শবররা যুগ যুগান্তের, হো-মুণ্ডা-মাহালি-সাঁওতাল-ওঁরাও-কোড়া-লোধা-খেড়িয়া এমন সব অরণ্যসন্তানরা যুগ যুগান্তের, হাতিরা সেই দৃষ্টিঅগোচর আদিম অরণ্যকার শরণাগত সন্তান, হাতিদের পরিক্রমাপথে এ সব মানুষদের অস্তিত্ব অরণ্যের অস্তিত্বের মতোই। ওরা আসে। এরা থাকে।

হাতিরা কেন আসে তা ভেবে ভেবে বালকরাম শবর বড়ো ব্যাকুল হয়েছিল এক সময়ে, তখন সে নিজেই বালক ছিল আর পিতামহ উধব শবরকে প্রশ্নে প্রশ্নে বড়ো ব্যাকুল করত। সেও সত্তর বছরের কথা। চারদিকে ছিল পাহাড় ও অরণ্য। বালক বলত, ওরা আসে কেন? ওদের ওখানে তো বন আছে।

উধব চীহড়লতার দড়ি গোছ করতে করতে বলত, দেখতে আসে। এককালে তো ওরাই ছিল, আমরা ছিলাম না।

—সে কোন কালে?

—বিস্যরণ কালে।

—এক পথে আসে?

—এক পথে।

—ওরা ঠাকুরদের দেখেছে?

—দেখেছে। লধাদের বড়াম মা, বাঘুত, আমাদের গিরিং, আরো বল সিংবঙা, জাহের এরা, সকলকে দেখেছে। এখনো দেখে। ওদের মনে পাপ নেই, দেখতে পায়।

—এক পথে কেমন করে আসে? পথ ভুলে না?

—এই তো কথা। পথটি ওদের রক্তে লিখা আছে। সময় হবে। চলে আসবে। দেবতা ওরা, জানু বালক? কেমন নিঃশব্দ আসে, যেন ভেসে চলে এল।

সত্তর বছর বাদে বৃদ্ধ বালকরামকে তার পৌত্র নিতাই এক কথাই শুধায়। নিতাই এক উত্তরই পায়। সত্তর বছর বাদে নিতাই তার পৌত্রকে কী বলবে? হাতিরা তখনও আসবে?

বালকরাম বলে, যদি না আসে, তবে জানবি পিথিমি আর বেশি দিন নাই। পিথিমি আর থাকবে না নিতাই। এক জীবনে দেখলাম বনের গাছ, ধনের গাছ হতেও অগণন মানুষ। এত খুন লড়াই, এই টেন আসছে, লরি আসছে, পিথিমি এত ভার টানতে পারে?

তবু হাতিরা আসে। আসে, চলে যায় আষাঢ়ার জঙ্গলে। ওদের পরিক্রমাটাই যেন পুরোনো। স্বাভাবিক সময়ের একমাত্র ঘটনা, যা দেখে বালকরাম শান্তি পায় যে তার জীবনকালে এটুকু স্বাভাবিকতা দেখে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু অঘ্রান যায় যায়, হস্তিযূথ আসে না।

আর নিতাই একদিন গভীর উত্তেজনায় এসে বলে, একটা দাঁতাল মদ্দা গো দাদু। একা আসছে।

—একা!

—হ্যাঁ দাদু। অন্য হাতিরা তো আসে না?

—ক্ষ্যাপাটো মনে হয়? ক্ষেপলে সে বারায়ে আসে, সে একোয়া হয়ে যায়, পাতা নড়লেও তেড়ে যায়।

—না দাদু। তেমন নয়। পজ্জন্য শতোপথীর কলাবাগান খেয়ে দিয়েছে। পাহাড় পথে চলছে যেন কিসের ঘোরে। ইউক্যালিপটাস গাছ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

বালকরামের বুকের ভেতরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মনে মনে বলে, চাটাই নিয়ে শোঁসানমুড়ির কাছে শুয়ে থাকব মিত্যুসময় জানলে। সে সময় তবে এল?

—ইউক্যালিপটাস কেন ভাঙছে দাদু?

—ও গাছ খেতে পারে না।

বস্তুত একক ও দলবিচ্ছিন্ন হাতিটি শুঁড়ের অ্যান্টিনা প্রসারিত করে বড়ো ব্যাকুলতায় খুঁজছিল চেনা গাছলতার গন্ধ। কোথায় গেল সেসব আদিবাসী গ্রাম, যার পথে চলার কালে ওরা দেখত চাল-কলা-পাতার বোঝার প্রণামী? সব কেন ধানক্ষেত, কলাবাগান, রাস্তা। কোথায় দেবী আদি অরণ্যকা, কোথায় তাঁর আশ্বাস? তিনি তো জানেন হাতি আদিম ও বিশাল, সে নিজেকে লুকোতে পারে একমাত্র বৃহদারণ্যে, তার অনেক খাবার লাগে, অনেক জল। শরণার্থীদের এমন বিপন্ন করে তিনি কোথায় গেলেন?

এই বিপন্নতা শুরু হয়েছে মারকান্দা থেকে।

বন সঙ্কুচিত হচ্ছিল, হাতিরা বিপন্ন হচ্ছিল। বস্তুত নিরন্তর গাছ কাটার আওয়াজে, মানুষের কথাবার্তা, ট্রাকের গর্জন, হাতিদের কী যেন বলছিল। ওরা অরণ্যের গর্ভমন্দির খুঁজছিল। অবশেষে একটি দঁকের পাশে বনশিউলির ঝোড়ে কুসুমসুবাস পায় ওরা, বাতাসে হিমেল ঠাণ্ডা। দঁকের দিকে চেয়ে দেখে জল নীলকান্তমণির মতো, শরতের সুনীল আকাশের ছায়া বুকে ধরে। শুঁড়ের রেডারে ওরা বুঝতে পারে পরিক্রমার দিন এসে গেছে। বনের মধ্য দিয়ে ওরা চলে যেতে থাকে। কয়েক বছরে যেমন যায়, কারা পালামৌয়ের দিকে, কারা হাজারিবাগের দিকে, কারা আষাঢ়া জঙ্গলে। এ কয় বছর শিশু জন্ম, পালন, কোনো প্রপিতামহের মৃত্যু, এমন সব জৈবনিক নিয়মের কাজ চলছিল, কিন্তু শরৎ এসে গেল।

মর্দা, মাদি, শিশু, তরুণ, এই হস্তিযূথে ওরা ছিল এগারোজন, যূথপতি এখনও ও। পরিক্রমার নিয়মে এরা তোরোসো অবধি চলে আসে এবং গভীর হতাশায় দেখে বন উচ্ছিন্ন মাঝে মাঝে। ভীমাবুরুর জঙ্গল এক প্রাচীন, পরিত্যক্ত নদীর খাতে, এবার সেখানেও ওরা মানুষের গন্ধ পায়। এ গন্ধ অরণ্যবাসী মানুষদের চেনা গন্ধ নয়। কিছু দূরে কাঠচেরাই কলের ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ শোনে। ভীমাবুরুর পরিত্যক্ত, শুকনো ভীমা নদীর যে গভীর খাতে এখনও বর্ষার জল জমে, যেখানে ওরা শুঁড়ে জল তুলে স্নান করে, সেখানে পৌঁছে যূথপতি মাথা নাড়ে। শুঁড় বাড়ায়, গুটিয়ে নেয়। জল তেলতেলে, কালচে, দুর্গন্ধ। পাড়ে লরির টায়ারের দাগ। যূথপতির জানার কথা নয় ওটি লরি ধোয়ার জায়গা হয়ে গেছে। হস্তিযূথ চঞ্চল হয়ে ওঠে, বিপন্নতার বোধ। শত্রু, শত্রু, শত্রু চারদিকে। আরও আগাতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা মদগোলায় পৌঁছে যায়। যারা ভীমাবুরু-মেঘাবলহাতো ফরেস কাটছে, তারা ভাটিখানাও চালু করে দিয়েছে। সুরাপানে নিবিষ্টচিত্ত পুরুষরা আগে চোখ তুলে দেখেনি। কিন্তু

ঠেকমালিকের বউ নান্দি হঠাৎ সাতঙ্ক চেঁচায়, হাঁ—থি!

যূথপতি গর্জে ওঠে। এরা চেহারায় চেনা আরণ্যমানুষ কিন্তু গায়ে অন্য অচেনা গন্ধ, মানুষ বদলে যাবার গন্ধ। সে বোঝে, চিরকালের চেনা আদি প্রপিতামহ বটগাছটি এরাই কেটে থাকবে, শত্রুসেনা দলের মতো সাদা, অশুভ, ইউক্যালিপটাস গাছগুলি এরাই রোপণ করে থাকবে। যে জন্য যূথপতি তার যূথকে কোনো খাদ্যদাত্রী অরণ্যখণ্ডে নিয়ে যেতে পারছে না। ক্রুদ্ধ আহত, বিপন্ন বৃংহণে হাতির পাল নেমে এসেছিল।

মহীন্দর চেলাদারের তিন নম্বর ভাটির মদ হাতিরাই খায় ও সে রাত মোহময় হয়ে যায়। পদদলিত ভরু জোংকো ছয়দিন বাদে স্থানীয় কাগজে সামান্য সংবাদ হয় মাত্র। কিন্তু ভীমাবুরু এলাকা থেকে আদিবাসীরা সরে যায়। ভরুর পিতা বোচো বলে, এমন ব্যাপার ঘটে নাই, ঘটে গেল। আর ওখানে যাব না। ওরা রাগ পুষে রাখে, ভোলে না।—মহীন্দর চোলাদার বলে, বন্দুকের সামনে হাতি কী? একটা পাকা দাঁতের দাম জানো?

বোচো অসীম করুণায় চেয়ে থাকে।

—হাতির সামনে বন্দুক কী?

বুনো বুদ্ধির মানুষগুলি গ্রামে ফেরে পূজা দিতে। আর মেঘাবলহাতোতে ঢুকে হস্তিযূথ সবচেয়ে বিপন্ন হয়। চেনা পথচিহ্ন লোপাট। বন্য কয়েথবেল, মাতুলা ও অতিকায় শিসম গাছ কোথাও নেই। কাঁটা ঘেরা পাহারায় ইউক্যালিপটাস নার্সারি। গোলালি ও কোচোংগা গাছের ঘন বন, যাতে হাতিরা ছায়া পেত, মিলাতে পারত, প্রাচীন বট, যাতে হস্তীশাবকরা গা ঘষতো, সব নিশ্চিহ্ন করে এক চওড়া রাস্তা। পর পর ট্রাক চলে যাচ্ছে সগর্জনে, অরণ্যের শব বহন করে। হাতি দেখে শঙ্কাতুর ভীত ট্রাকগুলি ভীমবেগে ধায় এবং যূথপতি আগুয়ান হয়। ট্রাক দাঁড়ায় না। যূথপতি শুঁড় উপরে তোলে। তার সঙ্গীরা এই অচেনা সঙ্কটে পড়লে কী করবে? আছে, অরণ্য আছে। পথের ওপারে থাকবে। সে এগিয়ে চলে ও ট্রাকের গর্জন ওকে তাড়া করে যেন। মেঘাবলহাতোর পাহাড়ি পথে অনেকটা এসে তবে ও বোঝে ও একাকী এখন। রক্তে লালিত বোধ ওকে বলে দেয় মেঘাবলহাতোর অচেনা, হিংসাত্মক, শত্রু চেহারা দেখে ওর যূথ ফিরে গেছে তোরোসো হয়ে মানকান্দার পথে। ও ওদের ডাক শুনেছিল, ডাক বলেছিল 'বিদায়'।

যূথপতি চলতে থাকে, চলতে থাকে। রক্তে লালিত যথার্থ প্রাচীন বিশুদ্ধ বোধি-ই ওকে তাড়না করে। পরিক্রমার নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ওকে আষাঢ়া যেতে হবে। বোমাইকোচার প্রাচীন পরিবেশই এখন আশ্রয়। একদা কোলবিদ্রোহ কালে সেখানে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। সেরেংসি নদীর ওপারের পাহাড়, নদীর জলধারা, নিহত আদিবাসীদের উদ্দেশে স্থাপিত প্রস্তরশিলা সে ইতিহাসের সাক্ষী। সাক্ষী গহন বন, হো গ্রামগুলি। এখানে হো মানুষরা ধান পাকলে হাতির ভয়ে ধান নিয়ে গাছের মাচানে থাকে। কিন্তু বোমাইকোচায় প্রাচীন অরণ্য কোথায়, কেন এই তরুণ ইউক্যালিপটাস বন। আদি আরণ্যক জননী হস্তিযূথের জন্য খাদ্যদাত্রী গাছ কোথায় সরালো। যূথপতি নদীবক্ষের ঘাস খায়, জল খায়, তারপর নদীর পাশে শুয়ে থাকে। ইউক্যালিপটাস গাছগুলিতে ছায়া নেই, আড়াল নেই, মাটিতে নেই ঝাটি জঙ্গল। সকালে চলা শুরু করতে, ও বোমাইকোচা মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার প্রতীক, ডালায় চাল, কোদো, পাকা কেন্দ ফল ও মাতুলা দেখেছিল, খেয়েছিল। মানুষগুলিও যে ইউক্যালিপটাস আক্রমণে পরাজিত।

তা ও বোঝেনি।

তারপর পাহাড়ে পাহাড়ে চলছিল ও, তখনি নিতাই শবর ওকে দেখে, দিনে অরণ্যে বিশ্রাম, সন্ধ্যায় পথ চলা। এমন বেনিয়মেই চলতে হচ্ছে যূথপতিকে। ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে ও। লাজবারণ, ক্লান্তিহরণ গাছগুলি তো বলতে গেলে নেই। বড়ো শরীর, লুকাতে আড়াল চাই। অন্ধকারই সেই আড়াল হোক। অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে ওর পথ চলা। আষাঢ়ায় ও পৌঁছেছিল শেষরাতে। নেমে এসেছিল।

আষাঢ়ার বন ওকে শেষ আঘাতটি দেয়। বন্যকাঁঠাল, জাম, পিয়াল, শাল, ধ, আসাল, পিয়াসাল, অর্জুনের সে প্রাচীন অরণ্য নিঃশেষিত, নিঃশেষিত। গাছ, ছোটো ছোটো ইউক্যালিপটাস গাছ।

বৃংহণে, আর্ত বৃংহণে 'কেন' এ প্রশ্ন আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে যূথপতি আষাঢ়া দহের দিকে নামতে থাকে। থাকবে। বন কোথাও থাকবে। যে বন খাদ্য দেয়। পালন করে। আষাঢ়া দহের ওপারে ও একটি মানুষকে দেখেছিল।

দুই

বাঘবনা গ্রাম থেকে বন সরে গেছে, কিন্তু লোধা পারে না বন থেকে দূরে থাকতে। সেপাইরাম ভক্তা কোনোকালে সেপাই ছিল না। কিন্তু পিতৃদত্ত নাম। নির্দোষে জেল-খাটা ছিল মড়িরাম ভক্তার জীবনে এক নিয়ম। সে জেলে গিয়ে গিয়ে বুঝেছিল থানার সেপাই লোধাজীবনে চন্দ্র সূর্য। তাতেই ছেলের নাম সেপাই রাখে। সেপাইয়ের জীবনও তার বাবার মতো জঙ্গল ও জেল, দুই অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। সে কোনোদিন চুরি কাজ করেনি। ঝাঁপকাটি, বরাগড়া, মহলপানকে, বরাবনা, এমন অনেক গ্রামের লোধা চুরি কাজ করেনি, তবু সেই চুরি-না-করাটা, চুরি কাজে ভয়, এগুলোকেও বাবুসমাজ মনে করে 'অহো! কী দুঃসহ স্পর্ধা!' এবং যেহেতু থানা হচ্ছে বাবুদের চাকর, সেহেতু থানা সহায়তায় লোধাদের হাজতে পাঠায়। সেপাই জীবনটা জঙ্গলে আবদ্ধ রাখতে চায়, জীবনটা বার বার জেল হয়ে যায়। এভাবেই ওর বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব কেটে গেছে। এখন ও সত্তর না-হতে বৃদ্ধ। অকালে জীর্ণ। ওর ছেলে প্রফুল্ল আট ক্লাস পড়েছিল বলে বাবুসমাজ সেটা দুঃসহ স্পর্ধা মনে করেছিল। মিছা সাইকেল চুরির অপবাদে তারা সেপাইকে গাছে বেঁধে মেরেছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সেপাই বুঝেছিল মাথার যন্ত্রণা, চোখের ঝাপসা ভাব তার কাটেনি। তারপরেই প্রফুল্ল পঞ্চকোলা-টু-দিশারা 'সত্য সাঁইবাবা' বাস-রুটে হেলপার হয়ে যায়। এতদিনে প্রফুল্ল দু বেটির বাপ হয়েছে। পরের ছেলে অমূল্য শ্বশুরের দু'বিঘা জমি পেয়ে চাষি হয়েছে। সেপাই কাজের বাইরে। পলাতকা বনানীতে যেয়ে কাঠ আনতেও অক্ষম। তার বউ আনে। সেপাই ছাগল মুরগি দেখে। প্রফুল্ল ও অমূল্য মা-বাপকে চালটা, কাপড়টা, সময়ে টাকা দেয়। সেপাইয়ের মাথার যন্ত্রণা ও চোখের ঝাপসা ভাব ওর মনকেও বিবশ করেছে। সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। বার বার মনে হয়, আছে, কোথাও আছে বন। বনে ঢুকে গেলে আর বেরাতাম না। প্রফুল্ল, বনে যাবি?

—সে বন নাই বাবা।

—গেল কোথা?

—কাটা গেছে।

—কাটল কে?

—আমি জানি?

বোঝে সেপাই। প্রফুল্ল জেনেও জানে না। কার নাম করবে, কার কোপে পড়বে। লোধা বড়ো অসহায় মানবসমাজে। অরণ্যসন্তান, বড়াম, বাঘুতের সেবক লোধা মানুষের জঙ্গলে বড়ো অসহায়।

—সব গেল কোথায়?

—কার কথা বল?

—নিরাপদ, উতোম, অধর...

দশ বছর আগে গণ আক্রোশে নিহত লোধাদের নাম বলে কেন বাবা? প্রফুল্ল জননীকে বলে, মাথায় ডাং মেরে মাথাটা খারাপ করে দিয়েচে কি না বল?

সেপাই বলে, বনে গেলে সকল কষ্ট যাবে।

বউ বলে, আর বন! সাইকেল চলে। ভেনরিকশা চলে, বন কোথা পাবো বল? তারপর বলে, মাথায় ব্যথা?

—ব্যথা আসে, ব্যথা যায়।

—মনে কী হয়?

—বনে যাব।

বউ হেসে ওকে মুড়ি এনে দেয়।

—বনে যাবে তো বনের তালাশে যাও।

সেপাই মাথা নাড়ে। মনটি যেন ঘোলা ঘোলা এখন।

সেপাই আজকের লোধা নয় হে। সে বন দেখেছে, বাপের জ্যাঠার কাছে পুরাকাহিনি শুনেছে।

—আমি সব জানি।

—কী জান?

—যা, কাজে যা।

—তুমি ছামুতলায় থাকো। রোদে যেও না।

ছামুতলায় বসতে সেপাই ঘুমে বিবশ হয়। মাথায়, চোখের পাতায় স্বপ্ন খেলা করে যেন গহন বনে হরিণ খেলে। সব ছিল লোধার। কালকেতু ছিল ব্যাধ। অরণ্য থেকে নীল গন্ধরাজ এনেছিল অরণ্যচণ্ডীর পূজায়। পূজারি নিল না, জানলি সেপাই? সে বাম্ভোন। কালকেতু শবর। দাদা, আমরা তো বাম্ভোনকে মান্য দেই না। না সেপাই। পুরীর জগন্নাথ, লোধার ছিল, বাম্ভোন চুরাল। আর কালকেতু বাম্ভোনের ঠোকনা খেয়ে রাগে জ্বলে বনে গেল। বনে গেল, বুঝলি প্রফুল্ল? শিকার নাই, পেল এক স্বর্ণগোধা। ঘরে আনতে গোধা হয় বনচণ্ডী। বনচণ্ডী কালকেতুকে করে রাজা, ফুল্লরা হয় রানি। কালকেতু ফিরে গজরাজের পিঠে। কালো পাথুরের মানুষ, কালো হাতির পিঠে। ফুল্লরা রাজরানি। মাছ, কাঁকড়া, কাছিম, ভাত, মুড়ি অঢেল দেয়, অঢেল খায়। তবে আসে 'কাঁকড়া নক', ভিন জাতি, ভিন দেশি। শবর তো বুঝে না ফাঁদিয়ালি বুদ্ধি। তারা

কালকেতুকে রাজ্যহারা করে। রাজবাড়ি হয় বিজুবন। কিন্তু সেপাই। এখন ডুলং-এর জলে, আষাঢ়ার দহে ঘণ্টা বাজে। কালকেতু গজপৃষ্ঠে উঠে আসে। শবরদের খুঁজে। আর সেপাই? দুর্গাষ্টমীতে বনে যেয়ে যে শবর স্বর্ণগোধা মারতে পারে, সে হয় রাজা। তার হাতে শবরদের সকল সম্পদ ফিরে আসবে। রাজা নাই আর, বন আছে। বনচণ্ডী শবরদের অপার সম্পদ দিয়ে গেছে। কালকেতু নাই, তবে শবর! বন নাও। বনের আম-জাম-পিয়াল-আমলকী-কেন্দ-ডুমুর-কুসুম-কচড়া-ভঁড়রু-পানআলু-তুঙ্গাআলু-চুনআলু-বাঁওলা-কাল্লা-কুঁদরী-ছাতু-পুটকা খাও, বেচো। শিকার করো। মধু, তসরগুটি, ধূনা আনো। ওষুধ-বাকল আনো। শবর! কালকেতু যতদিন না আসে, লোধা পাবে না স্বর্ণগোধা। যেদিন লোধা পাবে স্বর্ণগোধা, কালকেতু জল হতে উঠে আসবে। তারে রাজমুকুট পরাবে। কালকেতু! জানো সেপাই, পাতালে জলরাজ্যে গজপিঠে ঘুরে। ডুলং, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, আষাঢ়ার দহ, পাতালে জলরাজ্যে ঘুরে। প্রফুল্ল! অমূল্য! আমি এ কাহিনি শুনি বাপের জ্যাঠার কাছে। শক্তচরণ ভুক্তা। ঝাড়গ্রাম রাজা তাকে জমিভূমি দিয়েছিল, বাবুরা নিয়ে নিল। আমি, সেপাই ভুক্তা, তোদের বলে যাই, লুধা জানবে না তার পুরা কথা? তোরা বলবি তোদের দউত্তর পউত্তরদেরে। জানলি বাপ?

সেপাইয়ের বউ ডাকে, ঘুমে অচেতন! উঠ, ভাত খাও। বেলা যে গেল। সেপাই উঠে বসে।

—ভাত হাতে ভাবো কী?

—আমি পড়ে গিছি বউ?

—তা গিছ।

—অকাজুয়া হয়ে গিছি?

—আমার কপাল!

—তবে উপায়? মাথা ঘোলা, চক্ষু ঘোলা, মন যেন কী বলে।

—কাল কবিরাজের কাছে যাও।

সতীশ মল্লিক, কবিরাজ লোধা সমাজে, সে বলে, মাথায় কিছু হয়ে থাকবে। শন্য পাতা বেটে দাও, মসুম শাক খেতে দাও, আর চক্ষে দাও পদ্দমধু।

সেপাই বলে, আমার কী হয়েছে?

—লধার যা হয়। মার খায়, জখম হয়, তা তোমার বাবা মাথায় চোট! মাথায় সকল দেহশক্তি।

—চক্ষু ধুমল কেন?

—পদ্দমধু দাও।

সেপাই সব কথা শোনে। কিন্তু একদিন ভোরে সে চলে যায় খন্তা ঝোলা হাতে। অত ভোরে প্রফুল্লর বড়ো বেটি ওর হাত ধরে।

—কোথা যাও দাদু গো?

সেপাই চলা থামায় না। বলে, ঘরে যেয়ে বলবি বন যদি পলাতে পারে, আমিও বনকে ধরতে যেতে পারি। বলবি পরফল্ল, অমল্য বুঝবে নাই। কিন্তুক দেহটা আমার বাসি পচা হয়ে গেল। বনের গোড়ে মাটি না মাখলে দেহ শুদ্দ হবে নাই।

—আসবে কবে?

—আসব নাই। এখনকার লধা হয়েও একখানা ঘরে বাস, সরকারের দিয়া ছেলি ছাগল পালা, বন বলতে নাই, আমি আগেকার লধা হব হে।

এমন সব অবোধ্য কথা বলে সেপাই বাগবনা থেকে মহাপ্রস্থানে চলে যায়। খন্তা আছে, তুঙ্গা আলু উঠাব। আষাঢ়া দহের জল খাব। ধূনা আনব, মধু আনব। বনের সন্তান হয়ে থাকব। অকাজুয়া বসি থাকি জীবনে ঘিন্ আসি গিছে। লধা পাট্টি করে, লধা বন চিনে না। এখনকার লধা আমি হব নাই হে। পেন্ট পরে, টরচ নিয়ে ফিরে, রেডিও শুনে। বড় দরিদ্দ হই গিছি রে বউ, যা খাই তা কিনে খাই। এমন হবার কথা তো ছিল না লধাশবরের। আষাঢ়ার জঙ্গলে গেলে তবে তোরা বুঝবি। খন্তা লয়ে তুঙ্গা তাড়ব। পানআলু, চুরকা আলু, বন ছাড়া লধা বাঁচবেক নাই। সরকার ছাগল দিছে, মুরগি দিছে, বনটা ফিরায়ে দাও সরকার। জঙ্গলে লধা জাতি লুকায়ে যাবে। লধা ছিল বনবাসী। বন কাটি তারে বাহির করলে। আর কি বন করলে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, লধার আড়াল ঘুচি গেল। ঝাঁটি বন নাই, পশুপাখাল অদর্শন, লধা লেংটা হই গেল।

মাথায় যন্ত্রণা, চোখ ঘোলাটে, শীর্ণ মানুষটি, কটাসে কোঁকড়া চুল ধুলোট বর্ণ, ঈষৎ ঝুঁকে চলে যায়। মহলপানচকে বারণ কোটাল তাকে দেখেছিল। বরাগড়া হাটে পৌঁছে সেপাই চা রুটি খেয়েছিল। এবং অযাচিতভাবে দোকানের ছোকরাকে বলেছিল, বাঘবনা লধাপাড়া। সেপাই ভুক্তা নাম। ঝাঁপকাটি পৌঁছে ও প্রফুল্লর শ্বশুরকে পায়। বালিরাম কুটুম্বকে ডেকে ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে কোনো বিবাদ হল কি বা? এত পথ হেঁটে তুমি যাও কোথা? সেপাই কোনো কথা বলেনি। বলিরাম স্থানীয় ল্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত লোক, পঞ্চায়েত সদস্য। তার ঘরে পাঁচ সজ্জন আসে। স্বাস্থ্যকর্মী বিলম্ব মুর্মু সেখানে বসেছিল। সেপাই সকল প্রশ্নে নিরুত্তর। ঘোলাটে চোখ সুদূরে কী খোঁজে, মুখে ক্ষীণ হাসি দেখে ও বলল, যাবেন কুথা?

—বনে যাব। আষাঢ়া।

বিলম্ব বালিরামকে বলে, মাথায় চোট, ব্রেন বলে কথা। ব্রেনে কিছু হল কি বা! ভোম মারি আছে। বলে বনে যাব।

—কাল জামাইরে খবর দিব।

বালিরাম ও তার বউয়ের কথায় সেপাই স্নান করেছিল, ভাত খেয়েছিল চিন্তাকূল মুখে। রাতে শুয়েছিল ওদের গোহালে মাচায়। কিন্তু কাক না ডাকতে ও উঠে চলে যায়। গোরুটিকে বলেছিল, আষাঢ়া যাব। কিন্তু গোরুটি সে কথা কাউকে জানাতে পারেনি। ঝাঁপকাটি সীমান্তে বাঁধের ধারে প্রাতঃকার্যে উপবিষ্ট লোধারা দেখেছিল বালিরামের বেহাই পূর্বাচলের দিকে চলে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে লোকটি ধানক্ষেতে নেমে যায় ও আলপথ ধরে।

বস্তুত, ও যে আষাঢ়ার জঙ্গলে ঢুকেছে তা সেপাই বুঝতে পারেনি। ঘন ঘন শ্বাস টেনে ও শুধু ইউক্যালিপটাসের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর, চোখ কচলে ও চারদিকে চেয়ে ছিল। নাই, অরণ্যে ফেরা এক লোধাকে বনাঞ্চলে ঢেকে নেবে এমন গাছ নেই। নেই সেই মহান অর্জুন, বিশাল শাল, পিয়াল, কোঁচ, ধ, আসাল বনকাঁঠাল, মহুয়ার বন যেখানে সেপাই একদা শিকারে আসত। বনতল যেন বাবুদের আপিসবাড়ি, যেন ঝাড়গ্রামের পথ। নাই ঝাটিবন, ওষধি গাছ, লতা। সেপাই আতঙ্কে দিশাহারা হয় ও দৌড়তে থাকে। ঋজু, সুসংবদ্ধ।

উদ্ধত গাছের সারি যেন অপেক্ষমাণ সেনানী। লধা যাবে কুথা? হা মা বড়ামচণ্ডী। হা মা শীতলা! বনচণ্ডী মা গো! শারদ শিশির সিক্ত প্রসন্ন প্রভাতে তোমার শবর সন্তান যায় কোথা? এ বন কে কাটল, কবে কাটল? কত বৎসর মাথায় আঘাত, ভোমা মেরে থাকি, ভুলে যাই সব, চোখে সব আবছা, জঙ্গলটা চুরি হই গেল মা গো! তুমিও অক্ষ্যামতা? তবে সেপাই কোথা যায়? সে যে এখনকার লধা হয়ে থাকতে চায়নি। পুরোনো দিনের লধা হতে চেয়েছিল। সে যে জানত, জঙ্গল লোধাদের ছেড়ে দূরে যাক, আষাঢ়াতে সব ঠিক আছে। সংরক্ষিত আষাঢ়া ফরেসের বনরক্ষী নিলামচন্দ্র খিলারি তার ঘর থেকে বেরিয়ে বনে মলত্যাগের পর (পাকা পায়খানাটি ব্যবহার হয় না। এবং গোরুর খড় রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট জায়গা। পাকা স্নানাগারটিতে মুরগি রাখা চলে) চাপাকলে হাত মুখ ধোবার সময়ে এক ঝলক সেপাইকে দেখে।

—সব চুরি করল কে...শব্দগুলি নিলামকে উদ্বেগে ফেলে। সত্বর এখানে বন-বিশ্রাম-আবাস হবে। গুদামে মালমশলা আসছে, ইট এসে গেছে। দশটা বাজলে ঠিকাদারের লোকজন এসে যাবে। এর মধ্যে 'চুরি' কেন বলে লোকটা?

দৌড়তে দৌড়তে সেপাই আষাঢ়দহের পাড়ে পৌঁছে যায়। পাড়ে পৌঁছে কান পাতে। না ঘণ্টাধ্বনি নাই। ঘণ্টাধ্বনি নাই। বন নাই, স্বর্ণগোধা কেন, শজারু লুকাবার আড়াল নাই, লোধা যায় কোথা?

জল অশান্ত, জল নাড়া খেয়েছে। এ কি অলৌকিকী? জল কেন নড়ে? অর্ধোন্মাদ, বিপন্ন সেপাই উঠে দাঁড়ায়।

অদূরে গজরাজ।

আহাহা হা! পুরাকথা ঠকায়নি লধাশবরকে। সকল লধা পুরাকথা চায় না। যে চায় সে পায়। সকল লধা সময়ের সঙ্গে বাঁচতে চায়। সেপাই পুরাকথায় ফিরে যেতে চায়। পুরাকথাটি লোধা সমাজের হাতে দিয়ে বলতে চায়, অ রে লধা! সকলে বলে তর কিছু নাই। দেখ্ কেনি, সব আছু তর? তু চিরকাল লেংটাপারা, মানুষখেদা, নয়। তর রাজা ছিল, রাজ্য ছিল, বন তোর লক্ষ্মী।

দেখ! তার সব সত্যি। তা যদি না হবে তবে কেন প্রসন্ন নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত আষাঢ়া হ্রদে জল চঞ্চল? কেন এই জলস্নাত প্রপিতামহ গজরাজ শুঁড় আধেক তুলে স্থির?

যূথপতি দেখে এখানেও মানুষ। শরৎ প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ওকে উন্মাদ করে দেয় আক্রোশে। ও পা তোলে।

সেপাই খন্তা ঝোলা ফেলে দিয়ে নতজানু হয় করজোড়ে। বাতাসে নীল গন্ধরাজের গন্ধ। আষাঢ়ার দহের বুকে, বাতাসে, ঘণ্টাধ্বনির কলরোল। সেপাইয়ের ঘোলাটে চোখে দরদর অশ্রু ঝরে কৃতজ্ঞতায়। দগ্ধ, জীর্ণ, লোধা জীবনটা, বনছাড়া তো বাস্তুছাড়া, মানুষ ঘৃণা করে তস্কর বলে। তুমি জানো গজরাজ! লোধা এমন লেংটা, উদ্বাস্তু, তাড়িত ছিল না। তার বন ছিল, বনের সন্তান সে। তার পুরাকথা ছিল। না থাকলে আজ তুমি হেথা কেন? আমাকে প্রাচীন গৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও হে গজরাজ! আরণ্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী সব বাড়িঘর-আপিস কাছারি-থানা হাজত-পাকা রাস্তা-গাড়ি-বাস, আমি অতিকায় পদক্ষেপে ধূলা গুঁড়া করে দিব। দুই পা রাখব ওই সুবর্ণরেখায় এই সিংভূম সীমান্ত পাহাড়ে। মধ্যবর্তী জমিভূমি ঢেকে দেব প্রাচীনদিনের সদৃশ নিবিড় জঙ্গলে।

সেখানে থাকবে শুধু সান্তাল থেকে বিরহড়, অরণ্যের সন্তান যত। সকলে হবে অতিকায়। আকাশে মাথা, বসুমতীতে পা।

সেপাই আর্ত আকুতিতে বলে, গজরাজ! তুমাক দেখতে পেছু, কালকেতুরে দেখতে পেছু না কেনি? চক্ষু ধুমল বলি?

যূথপতি এগিয়ে আসে। বৃংহণে আকাশ ছিঁড়ে যায়।

তিন

সেপাইকে পদদলিত করে যূথপতি সমাজভিত্তিক বনে ঢুকে যায়। ইউক্যালিপটাস গাছ শুঁড়ে জড়িয়ে উপড়ায়। পলায়নপর নিলামচন্দ্র খিলারিকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মারে। নিলামের কোয়ার্টারের কলাগাছ ভেঙে ভেঙে খায়। তারপর আষাঢ়ার দহে নেমে যায়। জল খায়, স্নান করে।

এ সংবাদ কাজ করতে আসা ঠিকাদারের লোকেরা টাউনে পৌঁছে দেয়। ঝাঁপকাটি থেকে বাঘবনা ঝড় বয়ে যায়। বৃদ্ধ লোধারা বলে, সেপাই ফিরবে না জেনেই গিয়েছিল হে! এ মহামিত্যু হয়ে গেল। আষাঢ়ার পুরাতন বনটি লোধার গোলাঘর ছিল, সে হোথাকেই গেল।

সরকার ও প্রশাসন ব্যাপারটি অন্য চোখে দেখে। টু ব্যাড, হাতিরা, এ বছর জঙ্গল ছেড়ে জনপদে আসছে। কিন্তু কেন? এর কারণ যে ইউক্যালিপটাস আক্রমণে হাতির খাদ্যদাত্রী বনাঞ্চলের সরকারি বিনাশ, তা কেউ বলে না। কনফারেন্স হয়, সেমিনার হয়, অরণ্য ও আরণ্য বিশারদরা উড়োজাহাজে উড়ে আসেন মহাকরণে। যাঁরা, 'হেলো এলিফ্যান্ট', 'সফেদ হাতি', 'হাতি মেরে সাথি' এবং চিড়িয়াখানা দেখেছেন, তাঁরা বলেন এর কারণ বিদেশি বৃহৎ শক্তিগুলির পারমাণবিক পরীক্ষানিরীক্ষা। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অরণ্য প্রাণীদের মস্তিষ্ক কোষ সংক্রমিত। হাতিরা মানুষদের সাথি মনে করছে না। তাঁরা প্রস্তাব করেন, আলোচ্য হাতিটিকে মেরে তার মাথা পোস্টমর্টেম করা হোক। সরকারের কাছে আদিবাসীরা ফালতু। তাই তারা যে বলে,—সেথা খাবার পেছে নাই। পাগলপারা নেমে আসছে—একথা কেউ শোনে না।

সংবাদপত্রে একটি খবর।

'আষাঢ়ার সংরক্ষিত বনে এক পাগল হাতি নিহত। আষাঢ়া শীঘ্রই সরকারি পর্যটনকেন্দ্র ও পিকনিক স্টট হবে। হাতি কর্তৃক নিহত নিলামচন্দ্র খিলারি বনরক্ষীর পরিবার পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে।'

সেপাই বনরক্ষী ছিল না। সে মরে যাওয়া কোনো ক্ষতি নয়। প্রফুল্লর মা কিছুই পায় না। তার পিষ্ট দেহ চাদরে বেঁধে দাহ করা কালে প্রফুল্ল ও অমূল্য শিউরে উঠে বোবা হয়ে যায়। ছিটকে পড়া অক্ষিগোলকের ক্যামেরায় আণবিক স্কেলে এক প্রাচীন অরণ্যের ছবি। যে অরণ্য নেই তা সেপাই দেখলে কেমন করে?

সাপ্তাহিক বর্তমান/১৯৮৯ খ্রি.